ছোটদের

রামায়ণ



কি
121

এ ঝড় নয়,—এ মানুষখাকী তাড়কার বন। তাড়কা নাকে শুঁকেই বুঝতে পেরেছে--মানুষ আসছে বনে, অমনি ঝড়ের মত ছুটে আসছে এঁদের খেতে। তাড়কা হাঁ করে এগিয়ে আসতেই রাম বাণ ছুড়ে তার দুটো হাত দিলেন কেটে, আর লছমন এক তীর ছুড়ে দিলেন তার নাক কেটে। তাড়কা তবুও কি হঠতে চায়, সেই কাটা হাত নিয়েই হাঁ করে ছুটে আসতে লাগল—এঁদের দিকে। রাম তখন তাঁর চোখা বাণ দিয়ে তাড়কাকে ফেললেন মেরে। তাড়কার দেহ মাটিতে গড়িয়ে পড়ল,—আওয়াজ শুনে মনে হ'ল যেন এক পাহাড় পড়ল।

এর পর অবাধে রাম আর লছমনকে নিয়ে মুনি নিজেদের তপোবনে এসে হাজির হলেন। আর আর মুনিরা এঁদের দু' ভাইকে দেখে আর তাঁদের গুণের কথা শুনে কত খুশি!

এর পরদিন মুনিদের যাগ শুরু হতেই তাড়কার দুই ছেলে মারীচ আর সুবাহু ছুটে এল হোমের জায়গায়; মাংস আর হাড় ছুড়তে যাবে তারা, এমন

সময় রাম মারীচের বুকে এত জোরে এক বাণ ছুড়লেন যে, তার ঘায়ে মারীচ ছুটে গিয়ে পড়ল সাগরের তীরে। সুবাহু রামের তীরে সেখানেই মারা গেল। মুনিরা রামের জয়গান করতে লাগলেন।

এখানকার পূজা-হোম শেষ হয়ে গেলে মুনি রাম-লছমনকে নিয়ে চললেন মিথিলায়, জনক রাজার দেশে।

সেথায় আছে শিবের ধনু তৈরী লোহা দিয়ে,
যে জন তাতে গুণ লাগাবে সীতাকে করবে বিয়ে।

সীতা কে জান? সীতা জনক রাজার বড় আদরের মেয়ে, যেমনি তাঁর রূপ, তেমনি তাঁর গুণ। রাজা জনক যাগের জায়গায় নিজ হাতে লাঙল চালাতে গিয়ে তাঁকে কুড়িয়ে পান, তাই তাঁর নাম সীতা। যে বীর হরধনুতে গুণ দিতে পারবেন সীতাকে তিনি তাঁরই সাথে বিয়ে দেবেন—এই তাঁর পণ।

তাঁর এই পণের কথা শুনে কত দেশ থেকে কত বীর এলেন, কেউ তাতে গুণ লাগাতে পারলেন না। মুনি রামকে রাজসভায় নিয়ে জনককে বললেন,

6951

S.I.E

SENIOR BASIC TRAINING COLLEGE
BANIPUR

বুনিয়াদী শিক্ষণ বিদ্যালয়
তাং........................
হুগলী

লেখাপড়া শেখাতে লাগলেন; তা ছাড়া রাজার ছেলে তাঁরা, লড়াইও শিখতে হবে ত, সুতরাং ধনুক থেকে তীর ছোড়াও শিখতে লাগলেন তাঁরা। যেমনি তাঁদের তীরের হাত, তেমনি মাথা লেখাপড়ায়, দেখে রাজা কত খুশি!

এমনি করে দিন যায়। হঠাৎ একদিন এক ঋষি রাজসভায় এসে হাজির—

বড়ই রাগী মুনিঠাকুর, জগৎ-সুহৃদ নাম;
এসেই বলেন রাজার কাছে—কই সে তোমার রাম?
দিতেই হবে আমার সাথে, বলছি আমি খাঁটি;
নরখাদক এসে মোদের যাগ যে করে মাটি,
হাড় মাংস ফেলে তারা—জবর শয়তান,
রাম গিয়ে তার তীরের ঘায়ে করুক খান খান।

—সুতরাং রামকে দিতেই হবে আমার সাথে।

মুনির কথা শুনে রাজার ত বুক কাঁপতে লাগল ঃ রাম ছেলেমানুষ, সে কি এই সব পারে! হলে হবে কি, মুনির রাগের কথা ভেবে শেষে দিতেই হ'ল রামকে মুনির সাথে যেতে। আর এদিকে লছমনও

রামকে ছেড়ে থাকতে পারেন না, তাই তিনিও চললেন রামের সাথে। দু'জনের হাতেই তীর-ধনুক।

মুনি এঁদের দু'ভাইকে নিয়ে সরযূর তীর ধরে চললেন। সরযূ পার হবার পরই শুরু হ'ল ভীষণ



জংগল। এই পথে কিছুদূর যাবার পরই ভীষণ ঝড়ের মত আওয়াজ শুনতে পাওয়া গেল। আসলে

ছোটদের রামায়ণ

6951

(যুক্তাক্ষর বর্জিত)

পশ্চিম-বঙ্গ সরকারের শিক্ষা-অধিকার কর্তৃক সমগ্র প্রাথমিক ও মাধ্যমিক
বিদ্যালয় সমূহের **দ্বিতীয় শ্রেণীর জন্য অনুমোদিত**
(পশ্চিম-বঙ্গ সরকারের শিক্ষা-অধিকার কর্তৃক প্রচারিত
৬ই মার্চ, ১৯৫০ তারিখের বিজ্ঞপ্তি নং ৪ টি. বি. দ্রষ্টব্য)

শিক্ষণ বিদ্যালয়
তাং
হুগলী

শ্রীতারাপদ রাহা

বারো আনা

প্রকাশক : বৃন্দাবন ধর অ্যাণ্ড সন্স, লিমিটেড স্বত্বাধিকারী, আশুতোষ লাইব্রেরি। ৫, বঙ্কিম চাটুজ্জে ষ্ট্রীট, কলিকাতা ; ৯০, হিউয়েট রোড, এলাহাবাদ এবং ১৬, ফরাশগঞ্জ রোড, ঢাকা।

14.2.95
7844

প্রথম সংস্করণ : কার্ত্তিক, ১৩৫৬
দ্বিতীয় সংস্করণ : মাঘ, ১৩৫৬
তৃতীয় সংস্করণ : ফাল্গুন, ১৩৫৭
চতুর্থ সংস্করণ : মাঘ, ১৩৫৮
পঞ্চম সংস্করণ : আষাঢ়, ১৩৫৯
ষষ্ঠ সংস্করণ : পৌষ, ১৩৬০

মুদ্রাকর : শ্রীপরেশনাথ বন্দ্যোপাধ্যায়
শ্রীনারসিংহ প্রেস। ৫, বঙ্কিম চাটুজ্জে ষ্ট্রীট, কলিকাতা।

ত্রিবেণী শিক্ষাসদন ...
তাং ...
হুগলী

ছোটদের রামায়ণ

রঘুপতি রাঘব রাজা রাম,
পতিত-পাবন সীতারাম।

রামধুন গান তোমরা সবাই শুনেছ। ভারতবাসী সবাই সীতারামকে পূজা করে, ভালবাসে, তাঁদের গুণগান করে। কেন করে জান? তাঁরা দুইজনেই খুব ভাল ছিলেন বলে। রামের সব কিছু শুনলে তোমরাও তাঁকে ভাল না বেসে পারবে না। রামের কথাই আজ আমি তোমাদের কিছুটা শোনাব। একেবারে গোড়া থেকেই বলি—কেমন?

অনেক দিন আগে কোশল দেশে এক রাজা ছিলেন। নাম ছিল তাঁর দশরথ। সরযূ নদীর তীরে

ছিল তাঁর রাজধানী। রাজা যেমনি বীর, তেমনি গুণবান আর সাধু। এত বড় রাজাও বড় হয় না, হাতীশালায় হাতী, ঘোড়াশালায় ঘোড়া, কত সেপাই, লোকজন, দাসদাসী—কত সভাসদ, রাজসভাও যেন গমগম করে। রাজার তিন তিনটি রাণী, যেমনি তাঁদের রূপ, তেমনি তাঁদের গুণ! হলে হবে কি—রাজার মনে একটুও সুখ নেই, কারণ তাঁর কোন ছেলেমেয়ে নেই।

অনেক ভেবে ভেবে রাজা শেষে ঠিক করলেন—যে যাগ করলে ছেলে হয়—সেই যাগ করবেন তিনি। সভাসদেরাও শুনে বললেন, সেই ভাল।

রাজা লোমপাদের জামাই একজন নামকরা ঋষি, কুলগুরুর অনুরোধে দশরথ তাঁকেই আনলেন—এই যাগ করতে। বহুদিন ধরে পূজা হোম উৎসব চলল। অবশেষে শেষ আহুতি দেওয়ার পর হোমের আগুনের ভিতর থেকে আগুনের মত লাল কাপড় পরা কালো রঙের এক পুরুষ দেখা দিলেন,—হাতে তাঁর সোনার থালা, সেই থালায় রয়েছে চরু বা পায়স।

সেই পায়সের থালা রাজা দশরথের হাতে দিয়ে তিনি বললেন, দেবতারা পাঠিয়েছেন এ পায়স, এই পায়স আপনার রাণীদের খেতে দিন, তা হলেই তাঁদের ছেলে হবে।

বলার সাথে সাথে সেই পুরুষ যেন হাওয়ায় মিলিয়ে গেলেন।

রাজা সেই পায়সের আধাআধি বড় রাণীকে দিয়ে বললেন, তুমি খাও, আর কিছুটা ছোটকে দিও। এর পর বাকীটা মেজ রাণীর হাতে দিয়ে বললেন, তুমি খাও, আর কিছুটা ছোটকে দিও।

ছোট রাণী তাই দু'বার পায়স পেলেন।

যথাসময়ে তিন রাণীরই ছেলে হ'ল। বড় রাণীর হ'ল একটি, নাম রাখা হ'ল তাঁর রাম। মেজর একটি, নাম হ'ল তাঁর ভরত, ছোট রাণী পায়স দু'বার খেয়েছিলেন বলে ছেলে হ'ল তাঁর দুটি—লছমন আর শৎতুরঘন্।

রাজপুরীর সবাই এখন খুশি।

ছেলেরা বড় হতে লাগলেন। কুলগুরু তাঁদের

ইনি রাজা দশরথের বড় ছেলে, হরধনুটা একবার আনুন ত, দেখি ইনি গুণ লাগাতে পারেন কিনা !

মুনির কথায় রাজা জনক সেই ভারী ধনুটা বের করে আনলেন। তখন—



হাতে ধরে ধনু রাম গুণে দিলেন টান,
টানের চোটে শিবের ধনু হইল দুই খান।

চারদিকে অমনি রব উঠল, সাবাস, সাবাস!

সেই দিনই রাজা দশরথের কাছে খবর পাঠানো হ'ল। রাজা খবর শুনে খুশি হয়ে তাঁর আর দুই ছেলে আর কুলপুরোহিতকে সাথে নিয়ে রথে চড়ে মিথিলায় রওয়ানা হলেন।

সেখানে গিয়ে রাজা জনকের কাছে সমাদর পেয়ে দশরথ বড়ই খুশি। জনকের নিজের আরও একটি মেয়ে ছিল, তা ছাড়া আর দুটি ভাইঝি ছিল। সুতরাং কেবল রামের সাথে সীতার বিয়েই হ'ল না,—ঐ তিনটি মেয়ের সাথে দশরথ তাঁর আর তিনটি ছেলের বিয়ে দিয়ে খুশিমনে দেশে রওয়ানা হলেন।

পথে আসতে আসতে হঠাৎ যেন ঝড়ের আওয়াজ শোনা গেল। একটু পরেই দেখা গেল এ ঝড় নয়,— মহাবীর পরশুরাম আসছেন।

পরশুরাম বামুনের ছেলে, এক রাজা তাঁর বাপকে মেরে ফেলেছিলেন বলে রাজার জাতটার উপর তাঁর বড় রাগ। তিনি এসেই পথ রোধ করে দাঁড়িয়ে রামকে বললেন, তুমি নাকি হরধনু ভেঙেছ,—বেশ,

আমার কাছে একটা ধনু আছে, এটাতে গুণ লাগাও দেখি তুমি, বুঝব তুমি কেমন বীর, তার পর তোমার সাথে লড়ব আমি।

রাম অনায়াসে তাতে গুণ লাগিয়ে দিলে পরশুরাম তাঁকে বীর বলে মেনে পথ ছেড়ে দিলেন। রাজা দশরথ তাঁর চার ছেলে আর চার বউ নিয়ে রাজ-ধানীতে এলে সেখানে উৎসবের ধুম পড়ে গেল।

—২—

রাজা দশরথ বুড়ো হয়ে গেছেন, ছেলেরাও বেশ বড় হয়েছেন, এবার তিনি বড় ছেলে রামকে সিংহাসনে বসিয়ে বনে গিয়ে ভগবানের নাম করবেন ঠিক করলেন।

রাম রাজা হবেন শুনে সবাই খুশি। রাজধানীতে উৎসবের সাড়া পড়ে গেল—ঘরে ঘরে নিশান উড়ছে, কত বাজনা, নাচ গান!

মেজরাণী কৈকেয়ীর এক দাসী ছিল, কুঁজ ছিল তার পিঠে, তাই সবাই তাকে কুঁজী বলে ডাকত। বড় কুটিল আর হিংসুটে মন তার! সে যখন শুনল

যে রামের অভিষেক হবে—তাই এ উৎসব, তখনই ছুটে গিয়ে মেজরাণীকে বললে সে কথা। কৈকেয়ী রামের অভিষেকের কথা শুনে খুশি হয়ে তখনই তাঁর গলার হার খুলে বকশিশ দিলেন তাকে। কুঁজী রেগে হার মাটিতে ছুড়ে ফেলে বললে, তুমি কেমন মানুষ গো, নিজের হিত বোঝ না তুমি? রাম রাজা হবে তাতে তোমার কি, বড়রাণীর দাসী হয়ে থাকতে হবে তোমায়, আর রাম কি এখন ভরতকে সেই চোখে দেখবে, তাকে মেরেও ফেলতে পারে রাম।

কুঁজী এমনি করে বলে বলে মেজরাণীর মন একেবারে বিষিয়ে দিলে। মেজরাণী তখন কুঁজীকে বললে, তা হলে কি করা যায়?

কুঁজী বললে, কেন মনে নেই, রাজা একবার তোমার সেবায় খুব খুশি হয়ে দুটি বর দিতে চেয়েছিলেন,—তুমি তা তখন নাও নি। সেই বর দুটি চেয়ে নাও এখন। এক বরে ভরতকে কর রাজা, আর এক বরে রামকে বনে পাঠাও।

কৈকেয়ী তখনই গায়ের অলংকার খুলে ফেলে

ময়লা কাপড় পরে গোসাঘরে গিয়ে শুয়ে রইলেন। দশরথ তাঁর সাথে দেখা করতে এসে এই দশা দেখে বড়ই কাতর হয়ে পড়লেন ঃ কি হয়েছে তোমার, কি চাই, কি পেলে তুমি খুশি হও ?

রাণী সুযোগ বুঝে একে একে তাঁর দুটি বর চাইলেন রাজার কাছে। রাজা এ কথা শুনে অচেতন হয়ে পড়লেন। পরে চেতনা হলে অনেক করে বুঝালেন তিনি কৈকেয়ীকে, কৈকেয়ী কিছুতেই শুনবেন না। রাজা আবার চেতনা হারালেন। এই সময় মেজরাণী রামকে ডেকে পাঠালেন। রাম এসে রাজার এই দশা দেখে বড় কাতর হয়ে পড়লেন।

মেজরাণী রামকে বললেন, রাজা ভরতকে সিংহাসন দিয়ে তোমাকে বনে পাঠাতে চান, তিনি নিজে এ কথা তোমায় জানাতে পারছেন না বলে তাঁর এ দশা হয়েছে।

এই সময় রাজার আর একবার চেতনা হ'ল, রামকে সামনে দেখে, কয়েকবার রাম রাম বলে আবার তিনি অচেতন হয়ে পড়লেন।

রাম বিমাতার মুখে ঐ সব শুনে বললেন, বাবা যা বলেন তাই করব আমি। তাঁর কথা রাখতে খুশি মনে ভরতকে সিংহাসন দিয়ে আমি বনে যাব, বাবা যেন কাতর না হ'ন।

কথাটা তখনই রাজবাড়িতে ছড়িয়ে পড়ল। বড় রাণী শুনে অচেতন হয়ে পড়লেন, সীতা কাঁদতে কাঁদতে রামকে বললেন, তুমি যদি বনে যাও, তবে আমিও তোমার সাথে যাব।

লছমন রেগে বলেন, অমন বাপের কথা শুনে কাজ নেই, বাপের সাথে লড়াই করে আমিই দাদাকে সিংহাসনে বসাব।

রাম তাঁকে অনেক করে বুঝালেন—বাপের কথা অবহেলা করতে নেই।

রাজধানীতে হাহাকার পড়ে গেল। রাম বাপের কথা রাখতে বনে চললেন। সারথি রথ সাজিয়ে আনলে। লছমন ও সীতা কিছুতেই শুনলেন না, তাঁরাও রামের সাথে বনে চললেন। রাজা, বড় রাণী এবং রাজবাড়ির আর আর সবাই তাঁদের পিছু পিছু

অনেক কাঁদাকাটার পর ভরত শেষে ঠিক করলেন, নিজে বনে গিয়ে রামকে ফিরিয়ে আনবেন। তাঁর সাথে রাজবাড়ির আর আর সবাইও গেলেন।

ভরতের মুখে বাবা মারা গেছেন শুনে রাম লছমন সীতা তিনজনই খুব কাঁদতে লাগলেন। ভরত রামের পা ধরে কাঁদতে কাঁদতে বলতে লাগলেন, দাদা, তুমি ফিরে এস, এসে তোমার সিংহাসনে বসো।

রাম কিছুতেই তাতে রাজী হলেন না, তাঁর ঐ এক কথা—বাবার কথা অবহেলা করা চলে না। যতদিন আমার বনে থাকবার কথা, তা আমার থাকতেই হবে।

ভরত রামকে আনতে না পেরে শেষে তাঁর পায়ের খড়ম চেয়ে নিয়ে এলেন। রাজধানীতে তিনি আর ফিরবেন না, মামা-বাড়িতে থেকে ঐ খড়ম সিংহাসনে বসিয়ে তিনি রামের সেবক হয়ে কাজ চালাবেন। আসবার সময় তিনি রামকে বলে এলেন, এই কয় বছর কেটে গেলে তুমি যদি ফিরে না এস, তবে এ জীবন আর আমি রাখব না।

—৩—

বাড়ির সবাই চলে গেলে রাম, লছমন, সীতা আর একটা বনে এলেন। এখানে অনেক মুনি-ঋষির বাস। কিছুদিন এখানে বেশ কাটল, তারপর তাঁরা আর একটা বনে এসে কুটীর বেঁধে বাস করতে লাগলেন। এখানে অনেক ফলমূল পাওয়া যায়, আর ঝরণার জলটাও খুব ভাল। তা ছাড়া এই বনে জটায়ু বলে এক পাখী থাকতেন, তিনি রাজা দশরথের সুহৃদ। রাম, লছমন আর সীতাকে দেখে তিনি কত খুশি; বললেন, আমি বুড়ো হয়ে গেছি, তবু যতটা পারি তোমাদের দেখব।

এই বনে আর সব সুবিধা ছিল বটে, তবে অনেক নরখাদক রাক্খস থাকত এই বনে। রাম, লছমন আর সীতার তের বছর বেশ নিরাপদেই কেটে গেল, তার পর হঠাৎ একদিন এক রাক্খসী এল রামের কুটীরে; কুলোর মত বড় বড় তার হাত-পায়ের নখ। সে এসে রামকে বলে, আমায় বিয়ে কর, লংকার রাজা রাবণের বোন আমি।

চললেন। কিছুটা দূর এসেই রাজা আবার অচেতন হয়ে পড়লেন। তখন আর আর সবাই তাঁকে



বাড়িতে ফিরিয়ে আনলেন। চার দিন পর রাজা শেষে রামের শোকেই মারা গেলেন।

দিনের শেষে রামের রথ তমসা নদীর তীরে এসে হাজির হ'ল। সে রাত তাঁরা সেখানেই কাটালেন। পরদিন গংগা নদীর তীরে শবররাজ গুহকের দেশে হাজির হলেন তাঁরা। গুহক রামের মিতা। রাম

গুহককে বুকে জড়িয়ে নিলেন। গুহক বললে, মিতা, তুমি আমার দেশে আমাদের রাজা হয়ে থাক।

রাম বললেন, না ভাই, বাপের কথা রাখতে বনে যেতেই হবে আমার, পরে তোমার সাথে আবার দেখা হবে।

এর পর সারথিকে আবার বিদায় দিয়ে, বনে ঢুকবার আগে রাম আর লছমন রাজবেশ খুলে বনবাসী সাধুর বেশ ধারণ করলেন, সীতা সহজ বেশেই রইলেন। এর পর হাঁটতে হাঁটতে তাঁরা একটা পাহাড়ের ধারে এসে বাস করতে লাগলেন।

এদিকে রাজধানীতে যখন এত সব ঘটছে, ভরত রয়েছেন তখন তাঁর মামার বাড়িতে, শৎতুরঘন্ও তাঁরই সাথে। বাপ মারা গেছেন সংবাদ পেয়ে বাড়ি এসে ভরত যখন সব কিছু শুনলেন, তখন দুঃখের তাঁর আর সীমা রইল না। তিনি অবিরাম কাঁদতে লাগলেন এবং নিজের মাকে বকতে লাগলেন,—আর এদিকে শৎতুরঘনের কীলের চোটে কুঁজীর পিঠ ত যায় যায়!

রাম দিলেন তাকে তাড়িয়ে, গেল সে লছমনের কাছে ; গিয়ে বলে, আমায় বিয়ে কর।

লছমনও তাকে তাড়িয়ে দিলেন। তখন সে রেগে হাঁ করে সীতাকে গেল খেতে। অমনি—

লছমনের ধনুক থেকে ছুটল দুটি বাণ,
বাণ গিয়ে সেই কুলোনখীর কাটল নাক কান।



রাক্‌খুসী কাঁদতে কাঁদতে ছুটে গেল খর আর দূষণের কাছে। এরাও রাক্‌খস, রাক্‌খুসীটার

মাসতুতো ভাই। বোনের এই দশা দেখে বহু হাজার অনুচর নিয়ে ছুটে এল তারা রাম-লছমনকে মারতে। রাম লছমন দুইজনই চোখা চোখা বাণ মেরে এদের সবাইকে সাবাড় করে দিলেন, কেবল ওদের একজন কোন রকমে পালিয়ে ছুটে লংকায় গিয়ে রাবণকে সব কথা খুলে বললে। কুলোনখীও তখন কাঁদতে কাঁদতে ফিরে এসেছে।

রাবণ সব কিছু শুনে তখনই রাম-লছমনকে মারতে যায়। ঐ রাক্খসটা বললে, অত সোজা ভেব না। তারা যে সে বীর নয়, তার চেয়ে বরং মারীচকে সংগে নাও, ও অনেক মায়া জানে ; একটা সোনার হরিণ সেজে ও রাম-লছমনকে ভুলিয়ে দূরে নিয়ে যাবে। সেই ফাঁকে তুমি সীতাকে চুরি করে নিয়ে এস।

এ মারীচ কে জান ত? একেই রাম একবার এক বাণের ঘায়ে সাগরের তীরে ফেলেছিলেন। যাই হ'ক, মারীচকে সোনার হরিণ সাজানো হ'ল, আর রাবণ হ'ল জটাজূটধারী এক সাধু। রাবণের

SENIOR BASIC TRAINING BANIPUR
14.2.94 7845
6951

কথামত মারীচ সোনার হরিণের বেশে সীতার কুটীরের সামনে খেলা করে বেড়াতে লাগল। সীতা রামকে বললেন, ঐ সোনার হরিণটা ধরে দাও না?

রাম ধরতে গেলেই হরিণটা পালাল, রমে তার পিছু পিছু ছুটলেন। রাম আর ফেরেন না দেখে সীতার কথায় লছমন বেরুলেন তাঁর খোঁজে। এই ফাঁকে সাধুবেশী রাবণ এসে সীতাকে জোর করে ধরে নিয়ে রথে উঠল। সীতা কত কাঁদতে লাগলেন, কে আর তা শোনে!

বুড়ো জটায়ু রাবণকে চিনতেন। রাবণের রথ তাঁর পাশ দিয়ে যেতে তিনি সীতাকে কাঁদতে দেখে রাবণের পথ রোধ করে দাঁড়ালেন। জটায়ু বুড়ো হয়ে গেছেন, রাবণের সংগে পেরে উঠবেন কেন তিনি, রাবণ তাঁর ডানা আর পা কেটে জখম করে রেখে সীতাকে নিয়ে পালাল।

এদিকে সোনার হরিণবেশী মারীচকে মেরে রাম-লছমন কুটীরে ফিরে দেখেন কুটীর ফাঁকা, সীতা নেই।

রাম-লছমন তখন হাহাকার করে কাঁদতে

লাগলেন। বনের এদিক ওদিক খুঁজতে খুঁজতে তাঁরা দেখতে পেলেন জটায়ুকে। সীতাকে রাবণ হরণ করে নিয়েছে—শুধু এই কথাটা বলতেই যেন জটায়ু



বেঁচে ছিলেন। জটায়ুর সৎকার করে রাম-লছমন আবার সীতার খোঁজে বেরুলেন।

পথে গোদাবরী তীরে এক মহাকায় রাক্খস হাঁ করে হাত বাড়িয়ে তাঁদের খেতে এল, এর মাথা নেই, কপালের উপর একটা চোখ, মুখটা বুকের উপর।

রাম তাকে মেরে ফেললে তার চমৎকার মানুষের মত চেহারা হয়ে গেল। আসলে এক ঋষির শাপে তার এমন দশা হয়েছিল, কথা ছিল রামের হাতে মরণ হলে তার শাপ ঘুচে যাবে।

এই রাম-লছমনকে বলে দিল এক বানর-রাজের ঠিকানা। এই বানর-রাজকে তার বড় ভাই তাড়িয়ে দিয়েছেন। তার সাথে ভাব করলে সীতাকে ফিরিয়ে আনা সহজ হবে, কারণ এর দলে হাজার হাজার বানর আছে। রাম-লছমন এই কথা শুনে তখন সেই বানর-রাজের খোঁজে চললেন।

—৪—

পম্পা নদী পার হলেই একটা পাহাড়। সেই পাহাড়ে রয়েছে সদলবলে বানর-রাজ। এই বানর-রাজের দাদার নাম বালী। বালী সিংহাসনে বসে ভাইকে তাড়িয়ে দিয়েছেন।

দূর থেকে রাম-লছমনকে আসতে দেখে বানর-রাজ বড় ভয় পেয়ে গেলেন, ভাবলেন কি জানি বালীই হয় ত চর পাঠিয়েছে।

হনূমান বলে বানর-রাজের এক অনুচর ছিল, বানর-রাজ তাকে বললেন, তুমি যাও ত একবার দেখে এস, এরা কারা ?

হনূমান তাঁদের কাছে এসে পরিচয় জানতে চাইলে লছমন নিজেদের পরিচয় দিলেন। হনূমান তখন তাদের রাজার পরিচয় দিয়ে বললে, রাজা বালীর ভাই ইনি। বালী ভাইকে তাড়িয়ে দিয়েছেন। ইনি আপনাদের সাথে ভাব করতে চান।

লছমন জানালেন, তাঁরাও এই বানর-রাজের সাথে ভাব করতে চান।

হনূমান তখন তাঁদের বানর-রাজের কাছে নিয়ে গেল। বানর-রাজ তাঁদের সমাদর করে বসালেন। তারপর তাঁদের মুখে সীতা-হরণের কথা শুনে বললেন, হাঁ, দেখেছি বটে আকাশপথে রথে করে একটি মেয়েকে নিয়ে যেতে। মেয়েটি আমাদের দেখে তাঁর গায়ের উড়ানি আর অলংকার ছুড়ে ফেলে দিয়েছিলেন। দেখুন ত এই সব আপনার সীতার গায়ের কি না ?

রাম সীতার অলংকার আর উড়ানি দেখে কাঁদতে লাগলেন।

এর পর আগুন ছুঁয়ে রাম ও বানর-রাজের মিতালি হ'ল। কথা হ'ল রাম সহায় হবেন বানর-রাজের আর বানর-রাজ সহায় হবেন রামের।

রামের কাছে সাহস পেয়ে বানর-রাজ তাঁর দাদার



সামনে গিয়ে বুক ফুলিয়ে দাঁড়ালেন। অমনি দুই ভাইয়ে মারামারি শুরু হয়ে গেল। রাম ও লছমন

রইলেন পাশেই লুকিয়ে। এক ফাঁকে রামের চোখা বাণ গিয়ে বিঁধল বালীর বুকে। বালী মারা গেলেন। রাম তখন বানর-রাজকে বসালেন বানর দেশের সিংহাসনে, আর বালীর ছেলে অংগদকে করলেন ওখানকার যুবরাজ।

এবার সীতাকে ফিরিয়ে আনবার পালা। বানর-রাজ বাছাই-করা অনেকগুলি বানরকে পাঠালেন চারদিকে সীতার খোঁজে। যাবার আগে রাম হনূমানকে ডেকে বললেন, তুমি আমার হাতের এই আংটিটা নিয়ে যাও; যদি সীতার দেখা পাও, তবে তাঁকে দেখালেই তিনি বুঝতে পারবেন যে তুমি আমার কাছ থেকে গিয়েছ।

হনূমান রামের আংটি নিয়ে আর আর বানরদের সাথে সীতার খোঁজে বেরিয়ে পড়ল।

দিনের চাকা ঘুরে চলে মাস যে কেটে যায়
বানর এল ফিরে সীতার খোঁজ তারা না পায়।

আর সব বানর ফিরে এলেও হনূমানের দল তখনও ফেরে নি। হনূমান, অংগদ এবং আরও

কয়েকটা বড় বড় বানর গেছে সাগরের দিকে। সীতাকে খুঁজে খুঁজে না পেয়ে সাগরের ধারে বসে তারা দুঃখ করছে, এমন সময় পাখীর রাজা সম্পাতির সংগে তাদের দেখা। ইনি জটায়ুর দাদা। ইনি বানরদের সব কথা শুনে বললেন,—সীতাকে তিনি দেখেছেন, তাঁকে রথে করে নিয়ে গেছে লংকার রাজা রাবণ। লংকায় যেতে হলে এই সাগর পার হতে হবে। লংকা এখান থেকে একশো যোজন।

শুনে বানরেরা মহা ভাবনায় পড়ে গেল: এই একশো যোজন জলপথ তারা কি করে পার হবে? শেষে হনূমান বললে, আমিই একবার দেখি!

হনূমান তখন একটা উঁচু পাহাড় খুঁজে বের করলে। সেখান থেকে লাফ দেবে সে। লাফ দেওয়ার আগে নিজের দেহটাকেও বাড়িয়ে করলে সে একটা পাহাড়ের মত।

—৫—

হনূমান সেই উঁচু পাহাড়টার উপর থেকে লাফ দিলে দেবতারা কৌতুক করে পাঠালেন সুরসা বলে

এক নাগিনীকে। নাগিনী সারা আকাশ-জোড়া দেহ করেও হনূমানকে বাধা দিতে পারলে না। এর পর সিংহিকা বলে এক রাক্ষসী আকাশপথেই হাঁ করে হনূমানকে খেতে এল। হনূমান তার পেটের মাঝে ঢুকে নাড়িভুঁড়ি ছিঁড়ে বেরিয়ে গেল।

হনূমান যখন লংকায় গিয়ে হাজির হ'ল তখন দিন শেষ হয়ে গেছে। রাতের আঁধারে খুব ছোট বানর হয়ে সীতাকে খুঁজতে গিয়ে সে লংকার সব কিছু দেখেই অবাক্ হয়ে গেল। সেখানে সোনার ঘর-বাড়িতে রূপোর সিঁড়ি, তা ছাড়া কত হীরে-মুক্তোর ছড়াছড়ি। অনেক খুঁজে খুঁজে সে শেষে দেখে অশোক গাছের বনে মলিন মুখে কে একটি মেয়ে বসে রয়েছেন, চারদিকে চেড়ীরা বসেছে তাঁর পাহারায়। মেয়েটির রূপে যেন বন আলো করেছে। হনূমান বুঝলে—এই সীতা।

হনূমান এক শিশুগাছের পাতার আড়ালে লুকিয়ে রইল, তারপর সুযোগ বুঝে সীতার কাছে গিয়ে রামের কথা বললে। সীতা ঠিক বুঝে উঠছিলেন

না—এ কে। এর পর হনূমান রামের সেই আংটি দেখালে সীতা বুঝলেন—এ রামেরই চর। সীতা তখন কাঁদতে লাগলেন।

সীতার খোঁজ ত হয়ে গেল, এবার হনূমানের



ফিরবার পালা। হনূমান সীতার কাছ থেকে তাঁর মাথার একটা মণি চেয়ে নিল, রামকে দেখাবে। যাবার আগে রাজা রাবণকেও সে একবার দেখে

যেতে চায়। সে তখন অশোক বন ভেঙে তচ্‌নচ্‌ করতে লাগল।

খবর পেয়ে রাবণ তার এক ছেলেকে পাঠালে বানরটা ধরতে। ছেলেটা খুব বীর, আট ঘোড়ার রথে চড়ে সে এল। হলে হবে কি, হনূমান আটটা চড় মেরেই আটটা ঘোড়া সাবাড় করে দিলে, আর রাবণের ছেলেটার পা ধরে এমন জোরে আছাড় মারলে যে তার চোটেই ছেলেটা অচেতন হয়ে পড়ল।

খবরটা তখন রাবণের কানে গেল। রাবণ তখন রেগে তার ছেলে মেঘনাদকে পাঠালে। মেঘনাদ যে সে বীর নয়, দেবরাজকেও সে হারিয়ে দিয়েছে লড়াইয়ে।

মেঘনাদ এসে রাশি রাশি বাণ ছুড়ল বানরটাকে মারতে, হনূমান কি কৌশলে সে সব এড়িয়ে গেল। মেঘনাদ তখন দেবতাদের দেওয়া জবর এক বাণ ছুড়ে হনূমানকে ফেললে বেঁধে। নিয়ে যাওয়া হ'ল তাকে রাবণের সামনে।

রাবণ বললে, তুমি কে ? কেন এসেছ এখানে, বনের গাছপালা ভাঙছ কেন ?

হনূমান বললে, আমি রামের চর, সীতার খোঁজে এসেছি। রামের সীতা রামকে ফিরিয়ে দাও তুমি, নইলে রাম তোমাদের সবাইকে মেরে ফেলবেন।

রাবণ বানরের এই কথা শুনে ভীষণ রেগে বললে, একে এখনই কেটে ফেল ত!

রাবণের ছোট ভাই বিভীষণ ছিল সেখানে। সে বাধা দিয়ে বললে, মহারাজ, দূতকে মারা উচিত নয়, আর যা হয় কিছু করুন।

রাবণ তখন বললে, তবে এর লেজে আগুন ধরিয়ে দাও।

রাক্খসেরা তখন হনূমানের লেজে রাশি রাশি কাপড় জড়িয়ে আর তেল ঢেলে দিলে আগুন ধরিয়ে। হনূমান মনে মনে হেসে—সেই আগুন সমেত লেজ নিয়ে লংকার ঘরে ঘরে লাফিয়ে পড়তে লাগল। ফলে সব ঘরেই আগুন লেগে গেল। সারা লংকা দাউ-দাউ করতে লাগল। দেবতাদের বরে হনূমানের নিজের কিছুই হ'ল না।

হঠাৎ হনূমানের একবার ভয় হ'ল, সীতার গায়ে

ত আগুন লাগে নি! তখনই দৈববাণী হ'ল, না, সীতা ভাল আছেন।

হনুমান তখন আর একটা পাহাড়ের উপর উঠে



বড় একটা লাফ দিয়ে এসে নিজের সংগীদের সাথে মিলিত হ'ল।

এরপর দেশে এসে সীতার খবর জানিয়ে তাঁর দেওয়া মণিটি যখন রামের হাতে দিলে—রাম তখন মণিটি বুকে নিয়ে কাঁদতে লাগলেন।

এর পরে রাম বানর-রাজকে বললেন, ভাই, সীতার খোঁজ ত মিলল, এখন কি করা যায় ?

বানর-রাজ তখন তাঁর বানর সেপাই নিয়ে রাম-লছমনের সাথে সাগরের তীরে এসে হাজির হলেন।

এদিকে রাবণও তার সভাসদদের নিয়ে সভা ডেকে বললে, সীতাকে ত নিয়ে এসেছি, রাম-লছমন যেমন বদ্ লোক তাতে সীতাকে আর ফিরিয়ে দিতে চাই না আমি, আর ওরা এই এক শো যোজন সাগর পাড়ি দিয়ে এখানে আসবেই বা কেমন করে ?

রাবণের যে ভাই ছ' মাস ঘুমোয় আর এক দিন জাগে, আর কলসীর মত যার কান—সে বললে, সীতাকে আনা ভাল হয় নি, তবে একবার যখন আনা হয়েছে তখন ফেরত দিয়ে আর কাজ নেই।

রাবণের ছোট ভাই বিভীষণ বড় সাধু লোক, সে বললে, রামের বল যে কম নয় সে ত তাঁর একটা বানর চর দেখেই বুঝা গেল, সুতরাং সীতাকে ফিরিয়ে দেওয়াই ভাল।

রাবণ তার কথা শুনে রেগে বললে, তুই আমায় অপরের চোখে হীন করতে চাস, দূর হ তুই এখান থেকে। তোর মুখ দেখতে চাই না আমি। বিভীষণ অপমানিত হয়ে রামের চরণে শরণ নিল।

এদিকে রামের জনবল কত পরখ করতে রাবণ শুক ও সারণ নামে দুই রাক্খসকে পাঠালে। তারা বানর সেজে এল। বিভীষণ তাদের দেখেই চিনে ফেললে। ধরা পড়ে তারা কাঁদতে লাগল। রাম তাদের ছেড়ে দিলেন।

এখন কথা হ'ল, সাগর পাড়ি দিয়ে লংকায় যাওয়া যায় কেমন করে?—বানরদের মাঝে একজন খুব নিপুণ কারিগর ছিল, সেই বানরদের নিয়ে গাছ-পাথর দিয়ে খুব বড় একটা সেতু তৈরী করলে লংকা অবধি। সেই সেতু দিয়ে রাম-লছমন বানরদল নিয়ে লংকায় এসে হাজির হলেন।

এদিকে রাবণ সীতাকে কিছুতেই বশে আনতে না পেরে এক কৌশল করলে। লংকায় নিপুণ এক যাদুকর ছিল, রাবণ তাকে বললে, রামের মাথার

মত একটা মাথা এবং তার ধনুকের মত একটা ধনুক তৈরী করে দাও ত আমায়।

ঐ সব তৈরী হলে রাবণ তা হাতে করে সীতার



সামনে গিয়ে বললে, এই দেখ তোমার রামকে মেরে ফেলেছি আমি, এবার তুমি আমার রাণী হও।

সীতা রামের মাথা ও ধনুক দেখে ভীষণ কাঁদতে লাগলেন। বিভীষণের বউ সরমা সেখানে ছিল, রাবণ চলে গেলে সে সীতাকে বললে, ঠাকরুণ, ও

মিছে কথা, আপনি ভয় পাবেন না, রাবণের অনেক কিছুই মিছে।

এদিকে রাম তখন তাঁর দলবল নিয়ে সুবেল পাহাড়ে উঠেছেন—লংকাটাকে ভাল করে দেখে নিতে। রাবণ তখন সবে অশোক বন থেকে বেরিয়ে এসে সিংহাসনে বসেছে, তাকে দেখেই বানর-রাজ গিয়ে পড়ল তার ঘাড়ের উপর। রাবণ কি নাকালই হ'ল, বানর-রাজ শেষে তার মাথার মুকুট কেড়ে নিয়ে চলে এল।

এরপর রাম যুবরাজ অংগদকে পাঠালেন রাবণের কাছে। অংগদের বাবা বালী একবার রাবণকে বড় জোর নাকাল করেছিলেন। এবার অংগদ রাবণের কাছে গিয়ে বললে, রাজা বালীর কথা মনে আছে ত? আমি তাঁরই ছেলে। আমি বলতে এসেছি মানে মানে রামের সীতা রামকে ফিরিয়ে দিয়ে মাফ চাও, নইলে লড়াই করে সবংশে মরো।

রাবণ অংগদের কথা শুনে রেগে তার চারটে অনুচরকে হুকুম দিলে, একে বাঁধো ত! তারা

অংগদের কাছে আসতেই অংগদ তাদের বগলের নীচে নিয়ে এক লাফে এক ঘরের ছাদে গিয়ে উঠল, তার পর তাদের আছড়ে আধমরা করে ফেলে আর এক লাফে রামের কাছে গিয়ে হাজির হ'ল।

পরদিন ভোর থেকেই লড়াই শুরু হয়ে গেল। রাবণের অনেক বড় বড় সেনাপতি এল হাজার হাজার রাক্‌খস নিয়ে। তাদের সংগে লড়তে রাম-লছমনের ধনুক ধরতেই হ'ল না, বানরেরাই তাদের সাবাড় করে দিল।

রাবণ রেগে পাঠালে তার ছেলে মেঘনাদকে। মেঘনাদ বড় যে সে বীর নয়, মেঘের আড়ালে থেকে বাণ ছোড়ে সে, কেউ তাকে দেখতে পায় না। সে 'নাগপাশ' বাণ ছুড়লে রাম-লছমনের দিকে, অমনি হাজার হাজার সাপ এসে রাম-লছমনকে ফেললে বেঁধে। নাগের বাঁধনে দু'ভাই অচেতন হয়ে পড়লেন। মেঘনাদ গিয়ে বাপকে খবর দিলে রাম-লছমন মারা গেছে।

খবর পেয়ে একটু পরেই গরুড় এল সেখানে।

তাকে দেখার সংগে সংগে সাপগুলি সব যে যার মত পালাল। বানরেরা অমনি খুশিতে চেঁচিয়ে উঠল। রাম-লছমন মরে নি বুঝে রাবণ এবার নিজে এল লড়তে—

রামের সাথে কি যে জবর লড়াই হ'ল এবার,
বাণের চোটে রাবণ রাজার জীবন যাবার যোগাড়।

রাবণ সেদিন হয়রাণ হয়ে বাড়ি ফিরে তার সেই ভাইকে উঠাবার আয়োজন করলে—যে ছ'মাস ঘুমায়। সে ঘুমের কুমীর ভাই কি উঠতে চায়, কত কাঁসর, ঢাক ঢোলের বাজনা—কত লাঠি মুগুরের বাড়ি, কিছুতেই উঠবে না সে। শেষে কতগুলি হাতী উঠানো হ'ল তার গায়ের উপর—তখন সে চোখ মেললে।

এরপর সেই ঘুমের কুমীর যখন লড়াই করতে এল, তখন তাকে দেখেই বানরেরা ভয়ে আধমরা। কি শরীর তার—যেন একটা লোহার পাহাড়। বানরেরা দূর থেকে গাছ-পাথর ছোড়ে, তাতে তার কিছুই হয় না, সে বরং এক একটাকে ধরে আর

মুখের মাঝে পোরে। তাই দেখে লছমন এলেন তীর-ধনুক নিয়ে।

লছমনকে দেখে ত সে হেসেই বাঁচে না; বলে ছেলে মানুষ, জীবনের মায়া থাকে ত ফিরে গিয়ে দাদাকে পাঠিয়ে দাও।

ভাইয়ের মুখে এই কথা শুনে এবার রাম এলেন নিজে। এবার লড়াই হ'ল বটে—

শেল মুগুর ছোড়ে সে বীর, রামের ছোটে বাণ,
বাণের চোটে হাতিয়ার সব হ'ল যে খান খান।
রাম শেষে দুই বাণের ঘায়ে কাটেন তার হাত পা,
বীর তখন জোরে ছুটে আসে করে ভীষণ হাঁ।

রাম তখন খুব চোখা এক বাণ মেরে তাকে শেষ করলেন।

তখন সেই বীরের দুই ছেলে এল লড়াই করতে। তারাও রামের বাণে মারা পড়ল। তারপর আবার এল সেই মেঘনাদ। মেঘের আড়ালে থেকে চোখা চোখা বাণ মারলে সে রাম-লছমনের উপর। তাঁরা দু'ভাই সে বাণের ঘায়ে

অচেতন হয়ে পড়লেন। বানরেরা খুব কাঁদতে লাগল।

বানরদের মাঝে একজন ভাল চিকিৎসক ছিল। সে হনূমানকে একটা ঔষধ আনতে বললে। ঔষধটা পাওয়া যাবে হিমালয়ের পারে—ঋষভ আর কৈলাস পাহাড়ের মাঝেকার একটা পাহাড়ে। হনূমান সেখানে গিয়ে ওষুধটা ঠিক চিনতে না পেরে—গোটা পাহাড়টাই মাথায় করে নিয়ে এল। সেই ওষুধের গুণে রাম-লছমন আবার ভাল হয়ে উঠলেন।

এর পর মেঘনাদ এক চালাকি করলে। সে একটা মায়া সীতা তৈরী করে এনে বানরদের সামনে কাটলে। বানরেরা তাই দেখে খুব কাঁদতে লাগল, লছমনও কাঁদেন। বিভীষণ শুধু এ কৌশলে ভুললে না, সে বুঝলে এ সবই ফাঁকি। মেঘনাদ এ কৌশল করে তার পূজা শেষ করতে গেছে, এই পূজা করে এলে কেউ তাকে মারতে পারবে না। বিভীষণ মেঘনাদের পূজা-ঘর চিনত, তাই লছমন আর হনূমানকে সংগে করে সেখানে গিয়ে হাজির হ'ল।

যে সব নর-খাদক সেই পূজা-ঘরের পাহারায় ছিল, তারা হনুমানকে দেখেই পালাতে গিয়েও পারলে না ঃ হনুমান তাদের এক একটা ধরে আর তার টুটি ছিঁড়ে ফেলে। চীৎকার শুনে মেঘনাদ উঠে এল। তখন্ লছমনের সাথে কি লড়াই-ই না শুরু হ'ল।

মেঘনাদ যে রথে করে এল, লছমন এক বাণে তার ঘোড়া মেরে ফেললেন। আর একটা রথ নিয়ে এল মেঘনাদ, তার ঘোড়াও খতম করলেন লছমন। তখন মেঘনাদ মাটিতে নেমেই লড়াই করতে লাগল। দু'জনেই চোখা চোখা বাণ মারে, আর তার ঘায়ে যেন আগুন ঠিকরে বেরোয়। শেষে লছমনের জবর এক বাণের ঘায়ে মেঘনাদের মাথা গেল উড়ে। বানরেরা 'লছমনের জয়' বলে চেঁচিয়ে উঠল।

মেঘনাদ মারা গেছে শুনে রাবণ যেন একেবারে পাগলা হয়ে গেল। একখানা তলোয়ার নিয়ে তখনই সে অশোক বনে সীতাকে কাটতে যায়, তার সভাসদেরা তাকে বাধা দিয়ে বলে, মহারাজ, এমন

কাজ করবেন না—যারা অপরাধ করছে তাদের মারুন আপনি, একে কেন?

রাবণ তখন রাম-লছমনকে মারতে নিজেই লড়াই করতে গেল। তারপর সে যে কি লড়াই হ'ল—তা মুখে বলা যায় না। আকাশে দেবতারা অবধি সে লড়াই দেখতে এলেন, অসুরেরা এল। রাবণ অনেক লড়ে লড়ে শেষে রামের বাণে মারা গেল।

লংকায় উঠল হাহাকার—আর বানরদের এদিকে জয় জয়কার।

হনূমান রাবণ বধের খবর নিয়ে গেল অশোক বনে সীতার কাছে। সীতা শুনে খুশিতে কি যে করবেন দিশে পান না। এর পর তাঁকে রামের কাছে নিয়ে যাওয়া হ'ল। রাম যা বললেন তা শুনে তাঁর মনে হ'ল—এর চেয়ে তাঁর মরণই ভাল ছিল। রাম সীতাকে বললেন, আমার যা করবার ছিল তা আমি করেছি, এখন তুমি যেখানে খুশি যেতে পার। অতদিন পরের ঘরে বাস করেছ তুমি, তোমাকে ঘরে নিই কি করে?

সীতা রামের মুখে এই কথা শুনে অবিরত কাঁদতে লাগলেন,—তারপর লছমনকে আগুন তৈরী করতে বললেন, সেই আগুনে পুড়ে মরবেন তিনি।

লছমন আগুন তৈরী করলে—সীতা তার মাঝে ঝাঁপিয়ে পড়লেন। সকলে হাহাকার করে উঠল। হলে হবে কি, আগুনে তাঁর দেহ পুড়ল না, তাঁর দেহে যে পাপ নেই। আগুন-দেবতা নিজে তাঁকে রামের সামনে দিয়ে বলে গেলেন—সীতার মত সতী নেই, তাঁর দেহে পাপ নেই।

এর পর বিভীষণকে লংকার রাজা করে রাম লছমন আর সীতাকে নিয়ে বহু বৎসর পরে বাড়ি ফিরে এলেন। হনূমানও তাঁদের সংগে এল। রাজ-বাড়িতে যেন উৎসবের ধুম পড়ে গেল। দেশবাসীরা যেন আকাশের চাঁদ হাতে পেল। এর পর ভাল দিন দেখে রামের অভিষেক হ'ল।

—৭—

রামের মত রাজা আর সীতার মত রাণী পেয়ে দেশের সবাই সুখী। রাম-সীতার তাই কিছুদিন

বেশ সুখেই কাটল। তারপর হঠাৎ একদিন রামের কানে এল যে সীতা এতদিন পরের ঘরে কাটাল—তাকে নিয়ে তিনি ঘর করছেন বলে লোকে তাঁর বিচার-বিবেচনার দোষ দেয়। শুনে রামের মনে যেন শেল বিঁধল। এত দুঃখ পেয়েও তিনি লোকের মন রাখতে লছমনকে ডেকে বললেন, সীতাকে বনে দিয়ে এস।

সীতার তখন ছেলেপিলে হবে, তবুও লছমন রামের কথা রাখতে সীতাকে এক তপোবনে রেখে এলেন। সীতা মনের দুঃখে শুধু কাঁদতে লাগলেন। ঐ বনে এক মুনি থাকতেন, তাঁর বড় দয়ার শরীর। তিনি সীতাকে কাঁদতে দেখে নিজের কুটীরে নিয়ে এসে নিজের মেয়ের মত তাঁকে পালন করতে লাগলেন।

এখানেই সীতার যমজ দুই ছেলে হয়। তাদের নাম কুশ ও লব। ছেলে দুটি বড় হলে মুনিই তাদের লেখাপড়া ও ধনুক থেকে তীর ছোড়া শেখালেন। তা ছাড়া মুনি তাদের রামায়ণ গান করাও শেখালেন।

সীতাকে বনে দেবার বারো বছর পরে, রাম বড় এক যাগ করেন। এই যাগে কত রাজা-রাজড়া মুনি-ঋষি যে এসেছিলেন—তার লেখাযোখা নেই। এদিকে লব-কুশকে নিয়ে ঐ মুনিও সেই যাগে এসে হাজির। মুনির কথা মত লব-কুশ এসেই বীণা বাজিয়ে রামায়ণ গান শুরু করলে। শুনে সবার চোখেই জল এল। ছেলে দুটি দেখতে ঠিক রামের মত। রামের মা ছেলে দুটিকে ডেকে কোলে নিয়ে তাদের পরিচয় জানতে চাইলেন। ছেলে দুটি বললে, তাদের মায়ের নাম সীতা। শুনে রামের মা সীতাকে ফিরিয়ে আনতে জিদ ধরলেন।

এই সুযোগে মুনি রামকে ধরে বসলেন, সীতাকে আপনি ফিরিয়ে আনুন, তার মত সতী দুটি নেই।

রামের কথা মত মুনি সীতাকে নিয়ে এলেন। চারিদিকে কত লোক জড় হ'ল—সবাই কত খুশি। হলে হবে কি, কয়েকজন লোক তখনও মাথা হেঁট করে বসে রইল। রাম বুঝলেন, এদের অনুমোদন নেই।

তখন কথা হ'ল—সীতা আবার আগুনের মাঝে ঢুকে দেখান যে তাঁর দেহে পাপ নেই।

এই কথা শুনে সীতা মনের দুঃখে অচেতন হয়ে মাটিতে পড়ে মারা গেলেন। সবাই হায় হায় করে কাঁদতে লাগলেন।

যাগ কোন রকমে শেষ হ'ল বটে, তবে রামের দুঃখের আর সীমা রইল না।

কিছুদিন পর কালপুরুষ নিজে রামের সংগে দেখা করতে এসে বললেন, তোমার সাথে গোপন কথা আছে, কথা বলবার সময় কেউ কাছে আসতে পাবে না। যদি কেউ আসে ত তাকে পরিহার করতে হবে তোমায়।

রাম রাজী হয়ে লছমনকে পাহারায় রেখে কাল-পুরুষকে নিয়ে ঘরে ঢুকালেন। ঠিক এই সময় এলেন এক বদ্‌রাগী মুনি। তিনি এসেই বলেন, আমি রামের সাথে দেখা করব। লছমন বলেন, একটু সবুর করুন আপনি। মুনি বলেন, রামের কাছে নিয়ে চল, নইলে শাপ দেব আমি, সারা দেশ পুড়ে ছাই হয়ে যাবে।

মুনির এই কথা শুনে লছমনকে যেতেই হ'ল রামের কাছে। এর পরের কথা বুঝতেই পারছ। লছমনকে ছাড়তে রামের বুক ফেটে যেতে লাগল— তবু ছাড়তেই হবে তাঁকে।

লছমন সরযূ নদীতে গিয়ে ভগবানের নাম করে ডুব দিলেন, আর উঠলেন না।

এর পর রাম যে কয়দিন বেঁচেছিলেন—সে যে কি দুঃখে কেটেছিল, তা বলবার আর ভাষা খুঁজে পাওয়া যায় না। মানুষে এত দুঃখ সইতে পারে না। লোকে বলে—

রাম ত সহজ নয়, নিজে নারায়ণ,
করেন মানব-রূপে ভূভার হরণ।

শেষ

বুনিয়াদী শিক্ষণ বিদ্যালয়
তাং ....
হুগলী